দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 SEP 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কলেজ শাখার এমপিওভুক্তির আবেদন

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন নয়াবাজার কে সি স্কুল অ্যান্ড কলেজটি ১৯১৮ সালে স্থাপিত।

২০১৩ সালে এই বিদ্যালয়ে যুক্ত করা হয় কলেজ শাখা। পড়ালেখার মান ভালো হওয়ায় বৃদ্ধি পাচ্ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। কুলাউড়া উপজেলার অন্যান্য কলেজের সঙ্গে তুলনা করলে প্রথম থেকেই এই কলেজের ফলাফল অনেক ভালো। ফলাফল ভালো হলেও কলেজটি এখনও এমপিওভুক্ত হয়নি। যার ফলে শিক্ষকদের সম্মানী দিতে হিমশিম খাচ্ছেন কলেজ কমিটি। শিক্ষকরা সরকারি বেতন ছাড়া সামান্য সম্মানী নিয়ে পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সামান্য সম্মানী নিয়ে কতদিন চলতে পারবেন শিক্ষকরা? সুতরাং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের কথা মাথায় রেখে মৌলভীবাজারের এই পুরনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখা এমপিওভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. নিজাম উদ্দিন
ইংরেজি বিভাগ, মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বৃত্তি

মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত এবং আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা, মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করে চলেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রাথমিক ও জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষার বিপরীতে বৃত্তির সংখ্যাও বাড়িয়েছে। বর্তমানে পরীক্ষার ফলাফল ও থানা প্রতি শিক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে বৃত্তি প্রাপ্তব্য শিক্ষার্থী বাছাই করা হয়ে থাকে। এতে করে দেশের সকল ভৌগোলিক এলাকার মেধাবী শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে। সন্দেহ নেই এ বৃত্তি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আরো বেশি মনোযোগী করে তুলতে ভূমিকা রাখছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী পুলের শিক্ষার্থী মাসে ৬০০ টাকা এবং সাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থী মাসে ৩৫০ টাকা হারে বৃত্তি পাচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পাঠের দুই বছর এ বৃত্তি তারা পেয়ে থাকে। এ দু'বছরের প্রতি বছর তারা শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত ৩০০ টাকা হারে বৃত্তি পায়। বর্তমানে দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যস্তর বিবেচনায় বৃত্তির এ পরিমাণ অর্থ অপ্রতুল। বৃত্তি প্রদান অর্থবহ করার জন্য তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মেধা পুলের একজন শিক্ষার্থীকে মাসে অন্তত ১,০০০ টাকা এবং সাধারণ মেধা তালিকায় একজন শিক্ষার্থীকে মাসে অন্তত ৮০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা উচিত। তাছাড়া বাৎসরিক শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত ১,০০০ টাকা প্রদান করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। সে অনুসারে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানো হয়নি। বৃত্তির সংখ্যাও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. আশারাফ হোসেন, ৮/এ, রমনা, ঢাকা ১০০০